যুগান্তর

তারিখ ... 25 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

ইবি অচল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অচল হইয়া পড়িবার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। একশ্রেণীর ছাত্র সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অবরোধ ও চালকদের নিকট হইতে বাসের চাবি ছিনাইয়া লওয়ার ফলে মঙ্গলবার হইতে ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে। বাস না থাকায় ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয় নাই। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিডিআর মোতায়েন করা হইয়াছে এবং সম্ভাব্য বড় ধরনের গোলযোগের আশংকায় ৬ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলিও। ছাত্রছাত্রীদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে হল ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে। ৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইলে, আশা করা যায়, ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড আবার শুরু হইবে। তবে ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাইয়াছে। যুগান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হইয়াছে যে, কতিপয় শিক্ষক অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হইয়া একটি ছাত্র সংগঠনের সহায়তায় যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে উহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করিয়া উপায় ছিল না বলিয়া প্রশাসনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে। এই ধরনের পরিস্থিতি, মোটেই কাম্য নয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথমবারই নয়, ইহার পূর্বেও বিভিন্ন সময় কয়েক দফা অনির্ধারিতভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের সেশনজটের কবলে পড়িতে হইয়াছে। অধ্যয়ন ও পরীক্ষা লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে অনিশ্চয়তা। বিপদে পড়িয়াছেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরাও। তবে এই অবস্থা যে কেবল কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করিতেছে এমন নয়। বস্তুত আমাদের দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের একই দশা। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘাত, দেশের বিভিন্ন সময় সংঘটিত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলনের ফলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বারবার অনির্ধারিতভাবে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ইহার ব্যতিক্রম নয়। কখনও কখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এই সকল কারণে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সেশনজট চলিতেছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের ফলে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নকাল এমনকি চার বৎসরও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকিতেছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই দরিদ্র। তাহাদের পক্ষে বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করিয়া প্রতিপাল্যদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইবার সামর্থ্য নাই। এই সকল কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেই লক্ষ্যে ঐগুলি অনির্ধারিতভাবে বন্ধ রাখা সমীচীন নয়। আর এই ব্যাপারে একদিকে যেমন সরকারের দায়িত্ব রহিয়াছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র সংগঠনেরও বিষয়টি বিবেচনায় থাকা দরকার। সেইখানে যাহাতে অকারণে বা সামান্য কারণে বা কোন নির্দিষ্ট মহলের সুবিধা আদায়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করিয়া রাখা না হয়। তেমনই রাজনৈতিক কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মঘট বা বন্ধ রাখা উচিত হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষাঙ্গনে যাহাতে মসৃণভাবে পঠন-পাঠন সম্ভব হয় উহার জন্য সকল মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা মনে করি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আর কালবিলম্ব না করিয়া খুলিয়া দেওয়া এবং সেইখানে ছাত্রদের অধ্যয়নের পরিবেশ গড়িয়া তোলা আবশ্যক।